ঈশ্বর কিন্তু সৃষ্টিকর্তা নিরীশ্বর সাধারণ জীবেরই গুরু বা উপদেষ্টা নন, পূর্বাপূর্ব সৃষ্টিকর্তাদের তথা গুরুদেরও গুরু বা উপদেষ্টা।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ

মহর্ষি পতঞ্জলি পৃথকভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ দেননি। ঈশ্বর প্রণিধান প্রসঙ্গেই তিনি ঈশ্বরের লক্ষণ বা পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্"—(সমাধিপাদ-২৫)। অর্থাৎ ঈশ্বরেই সর্বজ্ঞবীজ নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই সূত্রটিকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে অনুমান ও আগমপ্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। এই প্রমাণগুলিকে নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল ঃ

ঈশ্বর পরাকাষ্ঠা

(১) প্রথমত, যে জিনিসের মাত্রাভেদ আছে তার একটি উচ্চতম বা চরমতম এবং নিম্নতম বা ন্যূনতম মাত্রা থাকতে বাধ্য। উচ্চতম বা চরমতম মাত্রাকে বলা হয় কাষ্ঠা। জ্ঞান ও শক্তির মাত্রাভেদ আছে। ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় যে, কোন জীবের জ্ঞান ও শক্তি বেশী আবার কারোর কম। সুতরাং জ্ঞান ও শক্তির একটি কাষ্ঠা স্বীকার করতে হয়, যিনি পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তির অধিকারী। পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তির অধিকারী কোন সসীম জীব হতে পারে না। অতএব, পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তির অধিকারী এক সর্বজ্ঞবীজস্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

আগম প্রমাণ

(২) দ্বিতীয়ত, শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ। যোগদর্শন আস্তিক দর্শন। এই দর্শন বেদ তথা বেদানুসারী শাস্ত্রসমূহে বিশ্বাসী। শ্রুতিতে নিত্য, শুদ্ধ, মুক্তস্বভাব ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বেদ যদি অভ্রান্ত হয় তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই।

(৩) তৃতীয়ত, প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিমিত্তকারণরূপেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। পুরুষের সঙ্গে সংযোগ ভিন্ন প্রকৃতির অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। অচেতন প্রকৃতি ও সচেতন পুরুষের স্বাভাবিক সংযোগ সম্ভব নয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয় হওয়ায় তার পক্ষে প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসা সম্ভব নয়। আবার প্রকৃতি অচেতন হওয়ায় তার পক্ষে

পুরুষের অবস্থান জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া জগৎ সৃষ্টি বা প্রকৃতির বিবর্তন জীবের অদৃষ্ট অনুসারেই হয়। জীবের অদৃষ্ট ঈশ্বর ছাড়া কারোর পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। সুতরাং স্বীকার করতে হয় যে, অদৃষ্টানুসারে ঈশ্বর জগতের বিবর্তনের ইচ্ছা করেন এবং তাঁরই ইচ্ছায় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ সম্ভব হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যতীত এসব সম্ভব নয় বলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

ঈশ্বর অভিব্যক্তির হেতু

(৪) চতুর্থত, যোগমতে কপিলাদি পূর্বাচার্যগণ এমনকি ব্রহ্মা, [illegible], মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ কালাবচ্ছিন্ন। কল্পেই তাঁদের আবির্ভাব আবার [illegible] তাঁদের বিনাশ (পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ [illegible] সমাধিপাদ-২৬)। তাঁরা কেউই নিত্যমুক্ত নন। এই কারণে সৃষ্টির আদিতে বা অতীত সৃষ্টিতে যে মোক্ষজ্ঞান ও মোক্ষাভিলাষ পরিলক্ষিত হয়, তার প্রতি তাঁরা কেউ কারণ হতে পারেন না। অতীত ও অনাগত সৃষ্টিতে মোক্ষজ্ঞানের বা প্রকর্ষগতির হেতুরূপে তাই নিত্যমুক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

ঈশ্বর মোক্ষেচ্ছার হেতু

যোগমতে 'প্রণব' বা 'ওঁ' শব্দ ঈশ্বরের বাচক শব্দ (তস্য বাচকঃ প্রণবঃ—সমাধিপাদ-২৭) বাচক শব্দের দ্বারা বাচ্যপদার্থ জ্ঞাত হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ বাচক শব্দ ছাড়াও জ্ঞাত হতে পারে যেমন নীলপীতাদি বর্ণ বা বৃক্ষাদি দ্রব্য। কিন্তু সব পদার্থ এরূপ নয়। 'পিতা', 'পুত্র' প্রভৃতি শব্দের অর্থ কেবলমাত্র শব্দশ্রবণ বা শব্দস্মরণের মাধ্যমেই হতে পারে। যিনি পুত্র উৎপাদন করেন তিনিই পিতা। তাই 'পিতা' শব্দের অর্থ নির্ধারণ বিষয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার উপর নির্ভর করে না। অনুরূপভাবে 'প্রণব' বা 'ওঁ' শব্দ সংকেতমাত্রের দ্বারাই বোধব্য। এ স্থলে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ প্রদীপপ্রকাশবৎ। প্রদীপ যেমন স্বভাবতই প্রকাশস্বভাব তেমনি 'ওঁ' শব্দ শ্রবণমাত্রই ঈশ্বর বা 'ওঁ' শব্দের অর্থ অন্তরে প্রকাশিত হন। 'ওঁ' শব্দ শ্রবণমাত্রই যার নিকট সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের স্মৃতি উপস্থিত হয় তিনিই বিজ্ঞ যোগী। সেইরূপ যোগীর দ্বারা প্রণবের জপ ও তাঁর ভাবনাই হ'ল ঈশ্বর-প্রণিধান। নিরন্তর প্রণব জপ থেকে চিত্তের একাগ্র সম্পাদিত হয়। এবং এইভাবে ঈশ্বরের প্রণিধানের মাধ্যমে সমাধিস্থ যোগীর আত্ম-চৈতন্য অধিগত হয়। আত্ম-চৈতন্যের এরূপ উপলব্ধি ও তৎহেতু পুরুষের স্বরূপতা নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবে অবস্থানকেই **কৈবল্য** বলে।

ঈশ্বর 'ওঁ' বা 'প্রণব' শব্দের বাচ্যার্থ

পুরুষের বন্ধন ও কৈবল্য

সাংখ্য-যোগমতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত সবকিছুই দুঃখদায়ক। সত্ত্বপ্রধান [illegible] পুরুষ তখন বুদ্ধির